জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী রিয়াজুল হক
মো. নজরুল ইসলাম
নুরুন নাহার ওসমানী
এনামুল হক চৌধুরী
অধ্যাপক আখতার হোসেন
বাঞ্ছিতা চাকমা
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা

সহযোগী সম্পাদক

হিরণ্ময় বাড়ৈ
ফারহানা সাঈদ

কপিরাইট
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রকাশনা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd,
পিএবিএক্স: ০২-৫৫১৩৭২৬-২৮; ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

ডিজাইন ও প্রিন্ট
ডিজিটাল ডিজাইন প্লাস
১৮৫, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: ০১৭১১-১০৭৮৭৪
ই-মেইলঃ ddp.digital@gmail.com

আদ্যক্ষর ও শব্দসংক্ষেপ

APF	Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
APCJI	Asia Pacific Council for Juvenile Justic
ASK	Ain o Salish Kendra
BGMEA	Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association
BLAST	Bangladesh Legal Aid and Services Trust
BNHRC	National Human Rights Commission of Bangladesh
BNHRC-CDP	Bangladesh National Human Rights Commission-Capacity Development Project
BNWLA	Bangladesh National Woman Lawyers' Association
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BRTA	Bangladesh Road Transport Authority
BTEC	Bangladesh Textile Engineering College
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CFNHRI	Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions
CHT	Chittagong Hill Tracts
CIRDAP	Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
CPI	Corruption Perception Index
CRC	Convention on the Rights of the Child
CSOs	Civil Society Organizations
CBOs	Community Based Organizations
DC	Deputy Commissioner
DMC	Dhaka Medical College
DUET	Dhaka University of Engineering and Technology
EPI	Extended Programme of Immunization
FBCCI	Federations of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry
GANHRI	Global Alliance of National Human Rights Institutions, formerly known as ICC
GDP	Gross Domestic Product
GoB	Government of Bangladesh
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HR	Human Rights
ICC	International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions

ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICT	Information and Communication Technology
IDLO	International Development Law Organization
INGOs	International Non-Governmental Organizations
IJJO	International Juvenile Justice Observatory
JTS	JatiyaTarun Sangha
KPI	Key Performance Indicator
MLAA	Madaripur Legal Aid Association
MLC	Maritime Labor Convention
MoLJPA	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
NGOs	Non-Governmental Organizations
NHRC	National Human Rights Commission
NHRI	National Human Rights Institutions
NIPORT	National Institute of Population Research and Training
NITOR	National Institute of Traumatology and Orthopaedic Rehabilitation
NU	Nagorik Uddyog
OEWG	Open-ended Working Group
OHCHR	Office of the UN High Commissioner for Human Rights
OSH	Occupational Safety and Health
Oxfam	Oxford Committee for Famine Relief
PASS	Participatory Advancement Social Service
RAB	Rapid Action Battalion
RJ	Rights Jessore
RMG	Ready Made Garments
RTI	Right to Information
RWI-APF	Raoul Wallenberg Institute-Asia Pacific Forum
SAARC	South Asian Association for Regional Co-operation
SCA	Sub-Committee on Accreditation of ICC/GANHRI
SOP	Standard Operating Procedure
TOTs	Training of Trainers
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugee
UPR	Universal Periodic Review
UP	Union Parishad
VAW	Violence against Women
VAW&G	Violence against Women and Girls

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রারম্ভিকা

বর্তমান কমিশন ২০১৬ সালের ২ আগস্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করে অনেকগুলো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চলমান কার্যক্রমে নতুন গতিশীলতা আনে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ইতোপূর্বে গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলোর কার্যক্রম আরও সুসংহত ও সমন্বিত করা। এসব জনগোষ্ঠীর সমকালীন মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নিয়মিত মতবিনিময় ও পরামর্শ সভার আয়োজন করা। কমিশনের এসব বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলো অংশীজনদের জন্য নতুন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে।

এসব বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলোর তত্ত্বাবধানে ইউএন কমিটি রিপোর্ট যেমন- সিআরসি, আইসিসিপিআর এবং সিডো রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সিএসও ও এনজিও প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এসব রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউ পি আর)-এর সুপারিশসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনের জন্য সুপারিশসমূহ অনুসারে ভাগ করে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিকন্তু, কমিশন ইউপিআর তৃতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার রিপোর্ট (২০১৭ সালের জন্য) তৈরির নিমিত্তে সিএসও ও এনজিওদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেছে।

কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তপূর্বক অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে এবং এ আইন প্রণয়নের জন্য নিয়মিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বর্তমান কমিশন সিএসও, সিবিও এবং এনজিওদের সঙ্গে অংশীদারত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিভিন্ন উদ্যোগে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনে তাদের সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে তদন্ত কাজ পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগজনক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমবেত করে একটি ঐক্যবদ্ধ গ্রুপ হিসেবে কাজ করছে।

২০১৬ সালে কমিশনে ৬৯২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়; যার মধ্যে ৬৬৫টি অভিযোগকারীগণ সরাসরি দায়ের করেন এবং ২৭টি অভিযোগ কমিশন 'সুয়োমটো' বা স্বপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে। ২০১৬ সালে কমিশন ৫০৩ টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করে। কমিশন দায়েরকৃত অভিযোগুলো নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিল।

এসময়ে, কমিশন অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থাপনাকে পুনর্বিন্যাসের জন্য উদ্যোগ নেয়। কমিশনে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ওয়েবসাইটকে (www.nhrc.org.bd) নভেম্বর ২০১৬ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীন এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় জাতীয় ওয়েবপোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ফলে অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সরবরাহকৃত নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে এ ওয়েবসাইটটি পরিচালিত হচ্ছে। ওয়েবসাইটের এ নতুন বিন্যাসের ফলে অভিযোগ বিষয়ক তথ্য এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।

কমিশন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নিজস্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানবাধিকার শিক্ষা-সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান এবং ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

কমিশনের অফিস মগবাজারের গুলফেঁশা প্লাজা থেকে বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকায় স্থানান্তর ছিল একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ। অধিকাংশ অংশীজন নগরের কেন্দ্রস্থলে এবং সহজেই যোগাযোগ করা যায় এমন স্থানে অফিস স্থানান্তর করায় কমিশনকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

কমিশনের বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮; কার্যক্রমের তুলনায় এ সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। জরুরি অনুমোদনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট জনবল চেয়ে একটি প্রস্তাবনা জমা দেওয়া হয়েছে। এ প্রস্তাবনায় কমিশনের জনবলের কাঠামো ও টিওএন্ডই সংযুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের জনবল বাড়লে নিশ্চিতভাবে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি মনে করি এ প্রতিবেদনটি হলো কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন। প্রতিবেদনটি কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম, সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ বুঝতে সহায়তা করবে। কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেতুবন্ধনকারী হিসেবে কাজ করছে।

আমি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে ফলপ্রসূ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে কমিশনের প্রতি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

২০১৬ সালে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষত কমিশনের সদস্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী যাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হচ্ছে। একইসঙ্গে আমি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, সিএসও, বিশেষত: কমিশনের সহযোগী সংস্থাসমূহ, যেমন- ইউএনডিপি, সিডা, ডানিডা এবং এসডিসি যারা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, আমি তাদের সকলকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

আদ্যক্ষর ও শব্দসংক্ষেপ

প্রারম্ভিকা
কাজী রিয়াজুল হক, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ পরিচিতি
১.১ পটভূমি ০১
১.২ কার্যাবলী ০১
১.৩ গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ ০৪

অধ্যায় ২ : বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ ০৫

অধ্যায় ৩: ২০১৬ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:
৩.১ মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম ০৯
৩.২ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৬
৩.৩ এনএইচআরসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৭
৩.৪ কমিশন সভা ১৭

অধ্যায় ৪: অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা
৪.১ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অভিযোগের পরিসংখ্যানভিত্তিক সারসংক্ষেপ ১৮
৪.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কিছু সফল উদ্যোগ ১৯

অধ্যায় ৫: প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় ২১

সংযুক্তি: ২৪
০১: আর্থিক প্রতিবেদন ২৫
০২: সদস্যবৃন্দ ২৭
০৩: কর্মকর্তাবৃন্দ ২৮

অধ্যায়: ১
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পরিচিতি

১.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। এ সময়ে ইউএনডিপির সহায়তায় আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। আইনটি বিবেচনার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষমান থাকে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-২০০৭ অনুযায়ী অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। একজন চেয়ারম্যান এবং দু'জন সদস্যের নিয়োগ লাভের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাত্রা শুরু করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাত্রা শুরু করে। এ আইনের বলে জুন ২০১০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যভার গ্রহণ করে এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত দু' মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান কমিশন হল চতুর্থ কমিশন যাঁরা ২ আগস্ট ২০১৬' তারিখ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমান কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও ছয় জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

১.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল অঙ্গীকার হল দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুসারে কমিশনকে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিস্তারিত কার্যক্রম:

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বদা বৃহত্তর পরিসরে মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো চিহ্নিত করে এর রূপকল্প-অভিসারী অভিষ্ট অর্থাৎ দেশব্যাপী একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি ও বৈষম্য, সহিংসতা এবং শোষণ-বঞ্চনাবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শ্রেণি, পেশা, বর্ণ এবং বিশ্বাস-নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে কমিশন তার সেবা পৌঁছে দিতে চায় যাতে করে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তথা সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তাদের পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে কমিশন নিয়মিত নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়াচডগ সংস্থা হিসেবে দেশের বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

প্রতিবাদ: নিখোঁজ, হয়রানি, পুলিশ কর্তৃক অবৈধ আটক, হেফাজতে নির্যাতনসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিবাদ জানায়। যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমিশনের কাছে অধিকতর গুরুতর মনে হয় কমিশন সেগুলোর ক্ষেত্রে সুয়োমটো মামলা গ্রহণ করে এবং তদন্তপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে। কখনও কখনও মানবাধিকার কমিশন কিছু কিছু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ক্ষেত্রে প্রতিকার চেয়ে ভুক্তভোগীদের পক্ষে উচ্চ আদালতসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে থাকে। কমিশনের এ ধরনের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের মূল লক্ষ্য ভিকটিমদের বিশেষত: যারা গরিব এবং সুবিধাবঞ্চিত তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

তদন্ত: মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করছে।

পরিদর্শন: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেল, হেফাজতখানা, সেইফহোম, কিশোর অপরাধ শোধনাগার ইত্যাদিসহ হাসপাতালে অবস্থানকারীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের জন্য এসব কেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং একইসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও পরিদর্শন করে।

প্রতিবেদন: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে। একইসঙ্গে, সংবিধান ও জাতীয় আইনে মানবাধিকার সুরক্ষার যে নির্দেশনা রয়েছে তা যথাযথ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশও করে থাকে। _

অ্যাডভোকেসি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধিকার-বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ আইনি সেবা ও প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সর্বদাই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কাউন্সেলিং: এনএইচআরসি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সামাজিক সেবা প্রদান করছে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিরা যেসব অভিযোগ দায়ের করে কমিশন তা গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ সেগুলো নিষ্পত্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধানে সচেষ্ট থাকে। এসব অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন দুটি বেঞ্চ গঠন করেছে। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের প্রধান হলেন কমিশনের চেয়ারম্যান যেখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অভিযোগগুলো শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হয় এবং দ্বিতীয় বেঞ্চের প্রধান হলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য। এ বেঞ্চে তুলনামূলকভাবে কম জটিল অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বুধবার বেঞ্চগুলোতে অভিযোগগুলোর শুনানি বসে। জনগণের দ্বোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এনএইচআরসি ২০১৮ সালের মধ্যে ৮টি বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপন করতে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে রাঙ্গামাটি ও খুলনায় দুটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু, মাঠপর্যায় থেকে মানবাধিকার লংঘনের শিকার ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রচার ও প্রেস কাভারেজ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য বিস্তরণ করে থাকে। এনএইচআরসি-প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারি ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার পাশাপাশি কমিশনের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে। এনএইচআরসি তার কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত নিজস্ব ওয়েবসাইটে এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে আসছে।

মানবাধিকার শিক্ষা/জ্ঞান বিনিময়: মানবাধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও আলোকিত করার জন্য প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়মিত সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করে আসছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে মানবাধিকার সচেতনতা গড়ে তোলা এবং কমিশনের যে সুদূর প্রসারি লক্ষ্য-দেশব্যাপী একটি টেকসই মানবাধিকার সংস্কৃতি একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা যেখানে কোনো মানবাধিকার লংঘনের মত বিষয় থাকবে না, থাকবে শুধু সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা: এনএইচআরসি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করে এবং একটি বৃহৎ মানবাধিকার প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে।

অংশীদারত্ব: এনএইচআরসি সিভিল সোসাইটি, উন্নয়ন সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, মানবাধিকার কর্মী, গ্লোবাল এলায়েন্স অব এনএইচআরআই, এপিএফ, বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে কাজ করছে।

আইনের খসড়া প্রণয়ন: এনএইচআরসি বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশন আশা করে এ আইনটি প্রণীত হলে, সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রতিদিন যে ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় তা থেকে প্রতিকার পাবে। এ আইনের খসড়া তৈরী করে পরিমার্জনের জন্য কাজ করা হচ্ছে। অচিরেই খসড়াটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই এ আইনটি প্রণীত হবে।

ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর): এনএইচআরসি এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে সরকারের নিকট একগুচ্ছ সুপারিশ প্রেরণ করেছে এবং আশা করছে সরকার এ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিবে। এ প্রেক্ষিতে, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, সিডোর অনুচ্ছেদ-২এর ১৬(১) থেকে আপত্তি প্রত্যাহার এবং শিশুশ্রম বন্ধ করা জরুরি।

প্রশিক্ষণ: এনএইচআরসি তার নিজস্ব কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা যেমন, পুলিশ তথা আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন, পুলিশ ও মানবাধিকার কর্মীর মানবাধিকার সুরক্ষায় অনুসৃত নীতি এবং জাতিসংঘ অনুসৃত মানবাধিকার ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গবেষণা: ইতোমধ্যে গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ সম্পাদন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গবেষণা বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো, হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা, এনএইচআরসি ৫ বছরে গবেষণা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য অধিকার চিত্র: বাস্তবতা ও প্রত্যাশা। এছাড়া, শিক্ষা, সিডো (কনভেনশন) ইস্যু এবং দলিত নারীদের সমস্যা, পাচারের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, আরএমজি সেক্টরের সমস্যা ও ঝুঁকি ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সনদের নীতিসমূহকে তুলে ধরা: কমিশন জাতিসংঘের ৮টি সনদেরই অনুসৃত নীতিমালাকে সমর্থন করে এবং সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চায় কিন্তু কমিশন জাতীয় আইনের প্রাধান্যই বজায় রাখার পক্ষপাতী। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এ ৮টি সনদে স্বাক্ষর করেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপত্তি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে জাতীয় আইনগুলোর সমন্বয় করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। শিশু অধিকার সনদে শতভাগ সমন্বয় করা হয়েছে; কিন্তু সিডো সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬.১ (সি) এর ওপর সরকারের আপত্তি রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নারী অধিকার সুরক্ষায় সিডো সনদের আপত্তি প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করেছে।

আইন ও বিধিসমূহ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিম্নোক্ত আইন ও বিধির আলোকে কার্যাবলী সম্পাদন করে।

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯
২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (অফিসার্স এন্ড স্টাফ) নিয়োগ বিধিমালা ২০১২(খসড়া সংশোধনী ২০১৫ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে)

নিম্নোক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে:

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (মধ্যস্থতা ও সমঝোতা) বিধি
২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (অভিযোগ/তদন্ত ও অনুসন্ধান) বিধি
৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (আর্থিক) বিধি

১.২.১ কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্রিয়া

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ব্যাপকভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কমিশন বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রায় প্রতিমাসে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের অন্যান্য সদস্য, সচিব এবং কমিশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান নিয়মিত নীতিসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলোতে সভাপতি হিসেবে কমিশনের সদস্যরা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবেও একসঙ্গে কাজ করেন। মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপত্বিতে গুরুতর অভিযোগের শুনানি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় যা প্রতি সপ্তাহে সোমবার বসে। অভিযোগ সংক্রান্ত নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের বাইরে আরো একটি বেঞ্চ প্রতি সপ্তাহে বুধবার বসে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্দেশনায় কমিশনের সচিব এবং পরিচালিকগণ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১.২.২ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অধীনে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দঃ

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	ফোরাম	নাম ও পদবি	সময়সীমা
১	তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য গ্রহণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	নাম: মোঃ ইসরাত হোসেন খান পদবি: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোন: +88-02-55103725 ইমেইল: director.admin@nhrc.org.bd	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে
২	যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অপারগ হয়	আপিল কর্তৃপক্ষ	নাম: হিরন্ময় বাড়ৈ পদবি: সচিব ফোন: +88-02-55013716 ইমেল: secretary@nhrc.org.bd	

১.৩ গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ

এনএইচআরসি মিডিয়ার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। বছরব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে এনএইচআরসি সংক্রান্ত সংবাদের প্রবাহ ছিল উল্লেখ করার মত। এনএইচআরসি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়মিত এর কার্যক্রম ও কর্মসূচি সম্পর্কে মিডিয়াকে অবহিত করে। কমিশন সবসময় মিডিয়ার সঙ্গে নিবিড় যোগযোগ রক্ষা করে চলে এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়াকে কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে থাকে।

অধিকন্তু, কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শোতে অংশ নেন এবং সাংবাদিকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। কমিশন নিয়মিত তার ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব আপডেট করে। কমিশন বছরে তিনবার নিউজলেটার প্রকাশ করে।

২০১৬ সালে মিডিয়ায় প্রেরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তির তালিকাসমূহ

বিষয়	তারিখ
বাবুল মাতুব্বরের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ	০৫/০২/১৬
মানব পাচার ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে সেমিনার	১০/০২/১৬
তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন	০১/০৪/১৬
শ্যামল কান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ	২৪/০৫/১৬
ঢাকা কারাগার পরিদর্শন	১৬/০৬/১৬
জাতীয় শিক্ষক কর্মচারি ঐক্য পরিষদের সঙ্গে সভা	০৭/০৮/১৬
বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা	১০/০৮/১৬
মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিষ্ঠুর ধরন হলো বাল্যবিয়ে	২১/০৮/১৬
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন	২২/০৮/১৬
ভিকটিম সার্পোট সেন্টার পরিদর্শন	৩০/০৮/১৬
স্কুল ছাত্রী রিশা হত্যাকাণ্ডে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিন্দা	২৯/০৮/১৬
ব্যবসায়ী অপহরণের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিন্দা	০১/০৯/১৬
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় মনসের প্রামাণিক বয়স্ক ভাতা পেল	০৮/০৯/১৬
কন্যাশিশু জান্নাতুলের সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ	০৫/১০/১৬
খাদেজা বেগম সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ	০৬/১০/১৬
রাঙ্গামাটিতে মানবাধিকার কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন	২৩/১০/১৬
নাসিরনগর আক্রমণের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন	০৩/১১/১৬
এসডিজি বিষয়ে সেমিনার	০২/১১/১৬
বৈষম্য বিলোপ আইন বিষয়ে পরামর্শ সভা	০৪/১২/১৬
মানবাধিকার দিবস প্রেস কনফারেন্স	০৭/১২/১৬
আশুগঞ্জ গ্যাস লাইটার ফ্যাক্টরি প্রতিবেদন	১২/১২/১৬
গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে আক্রান্ত সাঁওতাল পল্লি পরিদর্শন	১৩/১২/১৬

অধ্যায়: ২

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

২০১৬ সালে বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এসময় বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন ঘটেছে একইসঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিও লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ এমডিজির অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় জাতীয় ও আন্তজার্তিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার উন্নয়ন এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

এসময়ে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপও লক্ষ্য করা গেছে এবং আরও অন্যান্য পদক্ষেপ যা সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এসব অর্জন সত্ত্বেও সংখ্যালঘু, নারী ও শিশু এবং ব্লগারদের প্রতি সহিংস আক্রমণ, বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা এবং সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা "হলি আর্টিজান রেস্তোরায় আক্রমণ" ছিল অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

জনবলের অভাবে, বাস্তব অর্থে, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে ২০১৬ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যথার্থ গবেষণা করা সম্ভব হয় নি। তাই, এ বার্ষিক প্রতিবেদনে সামাজিক অঙ্গনে ঘটা কিছু মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত ঘটনা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের গৃহিত কার্যক্রম পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল। ২০১৬ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের গৃহিত কিছু পদক্ষেপ মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিন্তু কিছু ঘটনার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে শংকা থেকে গেছে। এ রকম প্রধান প্রধান কিছু ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ধর্মের নামে সহিংসতা

১ জুলাই ২০১৬ সালে সন্ত্রাসীদের হামলায় ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে নয়জন ইতালীয়ান, সাতজন জাপানি, পাঁচজন বাংলাদেশী এবং একজন ভারতীয় নাগরিক নির্মমভাবে নিহত হয়। সন্ত্রাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ নাগরিকদের রক্ষা করতে গিয়ে এনকাউন্টারে দুজন পুলিশ অফিসার নিহত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সামরিক কমান্ডোদের নামানো হয় এবং তারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে এবং বন্দীদের উদ্ধার করে।[১]

কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়ায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাতে কয়েকজন তরুণ সন্ত্রাসী ০৭ জুলাই ২০১৬ বোমা হামলা চালায়। সকাল ৯ টার দিকে একদল যুবক হাতে বহনযোগ্য ব্যাগে করে সন্দেজনক কিছু বস্তু নিয়ে পুলিশ চেকপোস্ট অতিক্রম করার চেষ্টা কালে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর তারা বোমা বর্ষণ করে। পুলিশ তখন আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুড়ে। এতে একজন সন্ত্রাসী, পুলিশের দু'জন সদস্য এবং একজন নারী নিহত হয়।[২]

উভয় সহিংস সন্ত্রাসী গ্রুপ উগ্র মৌলবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ ধরনের অপরাধ ঘটিয়েছে এবং কামান্ডোদের সঙ্গে গোলাগুলিতে জীবন হারিয়েছে। এতে করে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আইনের শাসন, সামাজিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ধরনের উন্মত্ততার কারণে নিরপরাধ মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এসব সন্ত্রাসীরা বিপথগামী হয়ে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে বলে বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ

২০১৬ সালে দেখা গেছে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযানের কারণে এসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। অক্টোবর ২০১৬ এর আগ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এ রোহিঙ্গা সংকটের ফলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মায়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং মায়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গাদের পূর্ব-পুরুষের নিজ বসতভিটায় ফিরিয়ে নিতে আহবান জানিয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ওপর পুলিশ ও দুষ্কৃতিকারী যৌথভাবে হামলা চালিয়েছে।[৩] চিনিকলের কিছু কর্মচারি পুলিশের উপস্থিতিতে সাঁওতালদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশের গুলিতে ৪ জন সাঁওতাল নিহত হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এবং তিনজন সদস্য সমন্বয়ে সেখানে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন পরিচালিত হয়। এ মিশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং বিষয়টি অনুসন্ধান করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করে।

২০১৬ তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে আক্রমণ করে।[৪] পঞ্চগড়, চাঁদপুর, বান্দরবান এবং ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে ও হিন্দুদের ওপর পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয় যা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। নাসিরনগরের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন পরিচালনা করে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে।

আইন শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন ও হয়রানি

এনএইচআরসি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে ২০১৬ সালে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে নির্যাতনকারী হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। ২০১৬ সালে কমিশন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ গ্রহণ করেছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন ২০১৩ অনুসারে হেফাজতে থাকা কালে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো অবস্থায়ই বন্দী ব্যক্তির প্রতি শারীরিক নির্যাতন করতে বা হেফাজতে মৃত্যুর কারণ হতে পারবে না। বাস্তবে, এ আইনের মর্মবাণীর প্রয়োগ সামান্যই লক্ষ্য করা গেছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্রুত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কমিশন প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ সরকারের সঙ্গে কাজ করছে।

নিখোঁজ

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানবাধিকারের এক চরম লঙ্ঘন। পৃথিবীব্যাপী মানুষ নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা এ সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৬ সালে কমিশন নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কিত ১১টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভিকটিমের পরিবার অভিযোগ করেছে যে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এ নিখোঁজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত, কাউকে নিখোঁজ করার পেছনে অনেকগুলো অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করে যেমন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যার পেছনে রয়েছে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং ভিকটিমের বলবার স্বাধীনতা। কমিশন রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানিয়েছে যে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন আরও আহবান জানিয়েছে যে নিখোঁজ হওয়া বন্ধে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং যারা নিখোঁজ হয়ে গেছে তাদের খুঁজে বের করে অতিসত্বর তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে ফিরিয়ে দিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেসব সদস্য এ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। জাতিসংঘের নিখোঁজ সংক্রান্ত সনদে বাংলাদেশের স্বাক্ষরের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা মানবাধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্র-সীমানায় মানুষ হত্যা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ড একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুদেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কোনো দেশের নাগরিক যদি যথাযথ পূর্বানুমতি ছাড়া এক দেশ থেকে অন্য দেশের সীমানা অতিক্রম করে তাহলে সেটি অনুপ্রবেশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে সিভিল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ লঙ্ঘন করে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করছে। ২০১৬ এর জানুয়ারি মাসে কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারিতে[৫] একজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে বিএসএফ নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একইসময়ে নওগাঁর সাপাহারে বিএসএফ আরেকজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে।[৬]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে যে, সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হলে উভয় পক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন অতি দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের যেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সে ব্যাপারে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র যেন কার্যকর ব্যবস্থা নেয় সেজন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আহবান জানায়।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর ক্ষমতায়নে সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হলেও এখনো নারীর প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান। আজও নারীরা যৌতুক, যৌন হয়রানি ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার।এসব নির্যাতনের কারণে নারীর আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় নারীরা আক্রমনের শিকার হয়েছে এমন অভিযোগ কমিশনে প্রচুর এসেছে।

কন্যাশিশুদের প্রতি ধর্ষণের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষত, তনু ধর্ষন ও হত্যাকাণ্ড এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল।[৭] বাংলাদেশের নারীরা পাচারের শিকার। অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে নারী-পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। নির্যাতনের শিকার সকল নারীর জন্য কমিশন ন্যায় বিচার দাবি করেছে এবং এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্তকে বিচারের আওতায় আনার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে।

বাক স্বাধীনতা

২০১৬ সালে ব্লগার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সন্ত্রাসী, সুনির্দিষ্ট করে বললে, উগ্রধর্মীয় গোষ্ঠী এসময়ে তিনজন ব্লগার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিককে উগ্রধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা কুপিয়ে হত্যা করে। নাজিমউদ্দীন সামাদ নামে আইন বিভাগের একজন ছাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাস্তিকতা বিষয়ে মতামত তুলে ধরায় সন্ত্রাসী গ্রুপ তাকে হত্যা করে।[৮]

এসময় ফেসবুকের বিভিন্ন মন্তব্যে ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিষয়টি বিতর্কিত। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে যা রাষ্ট্রকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। যেকোন মূল্যে জীবনের ও বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতা

২০১৬ সালে ছয় ধাপে দেশের ৩০০টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য ২২টি ছিল বাংলাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নতুন ছিটমহলের মধ্যে যেখানে জনগণ প্রথমবারের মত ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ইতোপূর্বে তারা রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বসবাস করছিল। তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না বা মানবাধিকার উপেক্ষিত ছিল। এসব ছিটমহলের মানুষ প্রথমবারের মত ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার পাওয়ায় কমিশন একে সাধুবাদ জানায়।

অন্যদিকে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতংক তৈরি হয় যা তাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সর্বোপরি মানবাধিকার চর্চার ক্ষেত্রে ভয়ের আবহ তৈরি করে। কমিশনের মতামত হলো- যেকোন নির্বাচনের আগে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে এবং সবাই যেন সমান সুযোগ পায় সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে এবং তা যে কোনো মূল্যে ধরে রাখতে হবে।

বিনা বিচারে দীর্ঘসময় কারাবাস

কমিশন মনে করে, বিনাবিচারে দীর্ঘসময় কোন ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রাখা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ২০১৬ সালে কমিশন লক্ষ্য করেছে যে বিচার ছাড়াই অনেকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক আছেন। এ ক্ষেত্রে মোঃ শিপনের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিপন বিচার ছাড়াই ১৬ বছর ধরে জেলে আছেন।[৯] ২০১৬ সালে প্রথম বারের মত তার মামলার শুনানি হয় এবং তিনি জামিনে মুক্তি পান। হাইকোর্ট সুয়োমটো বলে এমন তিনজন ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেছেন যারা আলাদা আলাদা হত্যা মামলায় ১৬ থেকে ১৮ বছর ধরে কারাগারে আটক আছেন।[১০]

৪৬২ জন বন্দী ৫ বছরের অধিকসময় ধরে ৫৮টি কারাগারে বিনা বিচারে আটক আছেন। কারাকর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী তাদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নি। কারা মহাপরিদর্শক অফিস কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের লিগ্যাল এইড কমিটির (এসসিএলএসি) নিকট সরবরাকৃত তথ্যে বিষয়টি ওঠে এসেছে।[১১]

বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা

বিচারে দীর্ঘসূত্রতা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রবণতার অন্যতম কারণ। মানবাধিকার কমিশন লক্ষ্য করেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অনেকগুলো মামলা আদালতে বিচারাধীন। রেকর্ডিং এবং তদন্তের অভাব, সাক্ষী না আসা, মেডিকেল প্রতিবেদন না আসা এবং অনেক কারণে মামলাগুলো প্রমাণ করা খুব জটিল হয়ে যায় বা প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। বিচারের এ দীর্ঘসূত্রতায় কমিশন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এটা সত্য যে প্রত্যেকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা উচিত যাতে অভিযুক্তরা যথাযথ শাস্তি পায়। কমিশন বিচার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা, আদালতের সংখ্যা ও লজিস্টিক বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

ধারা ৫৪ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ১৬৭ বিষয়ে আপিল বিভাগের রায়

২৪ মে ২০১৬ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ধারা ৫৪ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ১৬৭ এর বিষয়ে এক রায়ে উল্লেখ করে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা এবং রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন করা যাবে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ধারা ৫৪ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ১৬৭ এর অপব্যবহার নিয়ে নিয়মিত মতামত দিয়ে আসছিল। কমিশন মনে করে মানবাধিকার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে এবং ফৌজদারি বিচারিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে আদালতের এ নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত।[১২]

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার

২০১৬ সালের ১১ মে যথাযথ প্রক্রিয়া অণুসরন করে কুখ্যাত আলবদর নেতা মীর কাসেম আলীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। অন্যান্য অভিযুক্তের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৯৭১ সালে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের বিচারের ব্যাপারে কণ্ঠস্বর সবসময় উচ্চকিত করেছে। কমিশন বিশ্বাস করে, অপরাধ করে পার পাওয়ার যে সংস্কৃতি দেশে চালু হয়েছিল এ বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বন্ধ হবে।

উচ্ছেদ ও স্থানান্তরঃ বসবাসের অধিকার

হাউজ বিল্ডিং এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মালিকানায় ৫০ একর জমি রয়েছে যার মধ্যে ঢাকার কল্যাণপুরে ১৫ একর জমির ওপর বস্তি গড়ে ওঠে। প্রায় কুড়ি হাজার লোক এখানে বসবাস করত। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি সকালে কর্তৃপক্ষ এদের উচ্ছেদ করে। পুলিশ এবং বস্তিবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। কমপক্ষে ১৫ জন লোক আহত হয়। সময় না দিয়ে বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কর্তৃপক্ষ এ উচ্ছেদ কাজ শুরু করে। হাইকোর্ট তিন মাসের জন্য উচ্ছেদ কার্যক্রম স্থগিত করে এবং বস্তিবাসীদের গ্রেফতার না করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ উচ্ছেদের ঘটনায় ৭০টি বাড়ি পুড়ে যায়। বস্তিবাসীরা অভিযোগ করে যে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। [১৩]

কমিশন মনে করে, যথাযথভাবে আইন অনুসরণ করে উচ্ছেদ কাজ পরিচালনা করা উচিত। বস্তিবাসীদের সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই প্রথমেই বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত।

স্বাস্থ্যের অধিকার

জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের অনেকগুলো উদ্যোগ দৃশ্যমান; যেমন- হাসপাতাল, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগ ইত্যাদি। এগুলো সত্ত্বেও গরিব, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, মানসিক রোগী, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য এখনও যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা যায়নি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে

সমাজের এসব সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিতে গিয়ে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়। অধিকন্তু, বাজারে নিম্ন মানের ও ভেজাল ঔষধ বিক্রি চলতে থাকায় জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। কমিশন অবগত হয় যে, ২০১৬ সালে হাইকোর্ট বিভাগ ২০টি ঔষধ কোম্পানি যারা নিম্নমানের ঔষধ এবং ১৪টি কোম্পানী যারা নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করত তাদের উৎপাদন নিষিদ্ধ করে। ১৫ জুন ২০১৬ আপিল বিভাগ হাইকোর্টের এ আদেশ বহাল রাখে।[১৪] কমিশন মনে করে সমাজে বসবাসকারী সকল দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারের তরফ থেকে আরও অধিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আরও ডাক্তার ও মেডিকেল স্টাফ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এবং তাদের জন্য সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি করা উচিত।

শিক্ষার অধিকার

দেশব্যাপী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সময়মত পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সরকারি উদ্যোগকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাধুবাদ জানায় এবং একইসঙ্গে স্কুলের শিক্ষার্থীদের অধিক শিক্ষা উপকরণ ও ভারি ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সরকারি যে সার্কুলার জারি করা হয়েছে তারও প্রশংসা করে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীদের থেকে অধিক হারে ফি আদায়ের ঘটনা সবার মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে।[১৫] হাইকোর্ট শিক্ষার্থীদের থেকে অধিক ফি আদায় নিষিদ্ধ করে আদেশ প্রদান করে ফলে অনেক শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ফি প্রদানের হাত থেকে রক্ষা পায়।

অন্যদিকে, মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে শিক্ষা অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। ২০১৬ সালে কিছু কিছু পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস সবার মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজের প্রশ্নপত্র ফাঁস,[১৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধ ও কোচিং ব্যবসা বন্ধে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানায়।

অধ্যায়-৩

২০১৬ সালে মানবাধিকার কমিশনের কিছু উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

৫ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য বেগম নুরুন নাহার ওসমানী, মেঘনা গুঠাকুরতা, বাঞ্ছিতা চাকমা, এনামুল হক চৌধুরী ও আখতার হোসেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে কয়েক মিনিট নিরবতা পালন করেন। এরপর অনুষ্ঠিত মোনাজাতে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। এর আগে একইদিন সকালে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

৩.১ মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

৩.১.১ পরিদর্শন

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন

২৩ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তারা ঢাকার কেরানিগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক কারাবন্দী ও কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মিডিয়ায় কথা বলেন। তিনি বলেন, 'নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাদের মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং দেরিতে খাবার পরিবেশন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারাগারে নামাজ আদায়ের কোনো সুযোগ নেই এবং সেখানে পানির স্বল্পতা রয়েছে। সেখানে গ্যাস সংযোগ নেই এবং বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'বন্দীদের মানবাধিকার সুরক্ষায় কারাগারের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি সুপারিশ তুলে ধরা হবে। আদালত কর্তৃক যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অভিযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিরাপরাধ বিবেচনা করা হয়।'

ভিকটিম সার্পোট সেন্টার পরিদর্শন

৩০ আগস্ট ২০১৬, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকার তেজগাঁও'তে অবস্থিত ভিকটিম সার্পোট সেন্টার পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি জেলা প্রশাসক, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে তিনি গণমাধ্যমে এ বিষয়ে ব্রিফ করেন।

পরিদর্শনের সময় কমিশন জানতে পারে যে বিলম্বে মেডিকেল প্রতিবেদন পাঠানোর কারণে অভিযুক্তদের ছাড়া পেতে বিলম্ব হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কেন্দ্রে আবাসিক ডাক্তারের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সবার নজরে আনেন। তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে ভিকটিম সার্পোট সেন্টার গড়ে তোলা উচিত। তিনি জানান যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কাছে সুপারিশ করবে।

টাম্পাকো ফয়েল কারখানা, টঙ্গি, পরিদর্শন

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে বয়লার বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত টাম্পাকো ফয়েল কারখানা পরিদর্শন করেন। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিকটিমদের পরিবার ও স্বজন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন।

প্রতিনিধি দল গাজীপুরের পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন এবং ভাগ্যহতদের লাশ স্তূপের ভেতর থেকে বের করে এনেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে এবং অংশীজনদের সঙ্গে কথা বলে এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করবে। এ অনুসন্ধান থেকে পাওয়া ফলাফলসমূহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হবে যাতে তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে এবং শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতা অণুসরন করতে পারে।

পরবর্তীতে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে কমিশনের আরও সদস্য এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন

১ নভেম্বর ২০১৬, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক দিনাজপুরে ও ঢাকার ভাটারায় ধর্ষনের শিকার নারীদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধীন ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। তিনি ভিকটিমদের আত্মীয় স্বজন এবং ডাক্তারদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জানান, 'দিনাজপুরে যে বালিকা ধর্ষনের শিকার হয়েছে তা অবিশ্বাস্য। এ নৃশংসতা বর্বরতার শামিল। এমনকি পশু বা অসভ্য মানুষের পক্ষেও এ ধরনের নির্যাতন করা সম্ভব নয়। অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত।'

তিনি আরও জানান যে এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগপত্র যথাযথভাবে লেখা হয় না ফলে অভিযুক্তরা সহজেই ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এমনি কী পুলিশও অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব করে। এধরনের মামলার ক্ষেত্রে অপরাধ চিহ্নিত করা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং মেডিকেল প্রতিবেদন সংগ্রহ করা খুব বেশি কঠিন নয়। যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে পুলিশের অভিযোগপত্র দাখিল করা উচিত যাতে অপরাধীরা সাক্ষীকে হয়রানি করতে বা প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে না পারে। তিনি আরও আহবান করেন যে, এসব মামলার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের যথাযথ ভূমিকা পালন করা উচিত এবং পুলিশের উচিত ভাটারার স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা যাতে তারা ভিকটিমকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। তিনি আরও জানান এ ধরনের সংবেদনশীল মামলাগুলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফলোআপ করবে।

তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন এলাকায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ৩১ মার্চ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান উক্ত হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করেন। অভিযোগ ওঠে যে, তনু ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ধর্ষন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। দেশব্যাপী তনু হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ওঠে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তনু হত্যাকাণ্ডের মামলাটি সুয়োমটো হিসেবে গ্রহণ করে এবং মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তনুর বাবা-মার বাড়িতে আলাপের পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান কুমিল্লা সার্কিট হাউসে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশসমূহ প্রেরণ করে। সুপারিশগুলো হল:

- যেহেতু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সেহেতু কমিশন মনে করে, দ্বিতীয় বার ময়না তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে হত্যাকান্ড বিষয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি সেগুলো পাওয়া যাবে;
- যে বা যারা প্রথম ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পরিবর্তন করেছে অথবা পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে;
- জিজ্ঞাসাবাদের নামে বা অন্য কোনো কারণে ভিকটিমের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করা যাবে না;
- পরিদর্শনকালে কমিশন প্রতিনিধি দলের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে হত্যাকাণ্ডের প্রমাণাদি নষ্ট করতে কিছু তৎপরতা চালানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের প্রমাণাদি নষ্ট করার কোন তৎপরতা যদি সত্যি কেউ চালিয়ে থাকে তাহলে তার/তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

বাবুল মাতব্বরের পরিবারকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কশিনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান চা বিক্রেতা বাবুল মাতব্বরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পুলিশের সম্পৃক্ততায় দেওয়া আগুনে পুড়ে বাবুল মাতব্বর পুড়ে যায় এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ১৬ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মারা যায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এ ঘটনায় পুলিশকে অভিযুক্ত করে বলেন এ ঘটনার সঙ্গে পুলিশ জড়িত ছিল এবং আগুনে পোড়ার পরপরই ভিকটিমকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি বলেন 'পুলিশ নৈতিকভাবে দুর্বল ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই এ অপরাধীদের বিচার করতে হবে। পুলিশের ঔদ্ধত্য সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং অবশ্যই তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে।' তিনি মন্তব্য করেন "একজন সাধারণ নাগরিক পুলিশের অবৈধ কর্মকাণ্ডে এবং ঔদ্ধত্যের কারণে জীবন হারাচ্ছে, মজুরির অভাবে একজন শ্রমিককে জীবন দিতে হচ্ছে, আমাদের এ ধরনের পুলিশের দরকার নেই।" তিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান যে কোনো ভাবেই যেন এ ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত না করা হয় এবং ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা যেন নিশ্চিত করা হয়।

জামাল হোসেনের বাড়ি পরিদর্শন

২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান জামাল হোসেনের বাড়ি পরিদর্শন করেন। জামাল হোসেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা যিনি জীবনের ভয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। এ দেশান্তরের পেছনে মূল কারণ ছিল ভাই-বোনদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ। ভাই-বোনেরা জোর করে তার জমি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে। ভাই-বোনেরা তাকে হুমকি দিতে থাকে এবং মেরে ফেলার চেষ্টা করে। প্রাণভয়ে তিনি ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন এবং পরিবারের সদস্যদের ভয়ে ভারতে কোথায় লুকিয়ে আছেন তা বলতে পারে নি। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজতে থাকে এবং হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আসে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য নোটিশ প্রদান করে। ৭৫ দিন পর ২১ ফ্রেব্রুয়ারি জনাব জামাল হোসেন কে খুলনায় পাওয়া যায়। তিনি স্বীকার করেন যে, প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার অভাবে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান তার সঙ্গে দেখা করেন। এতে ভিকটিম স্বস্তি ফিরে পান। অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান তাকে সাহস দেন এবং মিরপুরের শাহ্ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গেও কথা বলেন।

৩.১.২ কমিশনের অভ্যন্তরীণ সভা

নাগরিক উদ্যোগের সঙ্গে সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম ও সদস্য বেগম নুরুন নাহার ওসমানী গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। দলিত ইস্যুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও নাগরিক উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে এ সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, দলিতদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

উইমেন উইথ ডিজএবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে উইমেন উইথ ডিজএবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। এই সস্থায় সভাপতি এবং নির্বাহী পরিচালকসহ সংস্থার পাঁচ সদস্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য কমিশনে আসেন। সভায় ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তারা কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন । এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকরি ক্ষেত্রে কোটার ব্যবস্থা করা, ফুটপাত, পরিবহন, সেতু এবং উড়াল সেতুতে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম হাতে নিতে সুপারিশ করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভা

কনস্টানটিনস ভারডাকিস, মিনিস্টার কাউন্সিলর, হেড অব পলিটিক্যাল, ট্রেড, প্রেস এন্ড ইনফরমেশন এর নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

কাজী রিয়াজুল হক জনাব ভারডাকিসকে কমিশনের কার্যক্রম, অগ্রাধিকার এবং অর্জন সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কণ্ঠ উচ্চকিত করেছে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে।

জনাব ভারডাকিস জানান যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশের ওপর মানবাধিকার কৌশলপত্র তৈরি করতে চায়। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিন্স এর সাক্ষাৎ

জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ওয়াটকিন্স গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬' তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ও সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলামসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের বিশেষত ইউএনডিপি'র সঙ্গে কমিশনের অংশীদারত্বের বিষয়টিকে কমিশন সাধুবাদ জানায়। রবার্ট ওয়াটকিন্স মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন; বিশেষত- বিদেশীদের ওপর আক্রমণ, ব্লগার হত্যাকাণ্ড এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের হাতে নিরপরাধ লোক হত্যা। এ বিষয়ে তিনি কমিশনের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, কমিশনের মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা-সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা উচিত।

ডাচ ডেলিগেশন ও এনএইচআরসির মধ্যে সভা

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ড দূতাবাসের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাষ্ট্রদূত লিওনি কুওলিনারি, হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজার; কীস ভ্যান বার, সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার; লুই হুজিবেনস, ফার্স্ট সেক্রেটারি লিসেটি ব্লুম এবং পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার নাদিম ফরহাদ। আলোচনার সময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

এনএইচআরসি শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির অধীন শিশুশ্রম ও মানবপাচার বিষয়ক এক বর্ধিত সভা কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শিশু নির্যাতনের হার বেড়ে যাওয়ায় এবং এ ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড বন্ধে করণীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে এ বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিশু নির্যাতনের বর্তমান চিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষত শিশু হত্যাকাণ্ডের মত জঘন্য অপরাধ বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এ সভার আহবান করা হয়। সভায় অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য জোরালো আহবান জানানো হয় যাতে জনগণের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ফিরে আসে। সভায় শিশু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এবং এনজিও ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমবেতভাবে শিশু হত্যা বন্ধে এগিয়ে আসতে জোরালো আহবান জানানো হয়। সভায় শিশু কমিশন আইনের খসড়া, ম্যান্ডেট, কার্যাবলী, জবাবদিহি এবং শিশু নির্যাতন বন্ধে শিশু কমিশনের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১.৩ সেমিনার/কর্মশালা

এসডিজি: জেন্ডার সমতা বিষয়ক সেমিনার

গত ২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ এনএইচআরসি "সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি): জেন্ডার সমতা" শীর্ষক ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে এক সেমিনারের আয়োজন করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারের শুরুতেই কমিশনের সদস্য ও এবং নারী অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভাপতি বেগম নুরুন নাহার ওসমানী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। কমিশনের সদস্য আখতার হোসেন এসডিজি: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, উত্তরাধিকার আইনে যে সমস্যাগুলো আছে তার সমাধান করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, ইউএনসিডো কমিটি নারীর ক্ষমতায়নে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রগুলো ধরে সরকার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, নাগরিক সমাজ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

সিডো সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬(১)/সি এর ওপর বাংলাদেশ সরকারের আপত্তির কথা উল্লেখ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ আপত্তি প্রত্যাহার করা যেহেতু বিশেষ বিধান রেখে বিষয়টি অন্যভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। সিডো সনদের সকল শর্ত মেনে নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ কমিশনকে সাধুবাদ জানান।

'মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসন: প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক সেমিনার

গত ৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৬' তে ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসন: প্রতিবন্ধকতা আগামীর পথচলা' বিষয়ক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের তৎকালীন সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক। সভায় যেসব সুপারিশ ওঠে আসে সেগুলো হলো:

- অভিবাসন বিষয় নিয়ে কাজ করতে হলে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা;
- বিএমইটির সক্ষমতা বাড়াতে হবে বিশেষত প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলার মাধ্যমে একে শক্তিশালী করা;
- বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো চালু করতে হবে এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ ও জনবল সরবরাহ করতে হবে এবং দেশব্যাপী চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর শ্রমবিভাগ শক্তিশালী করতে হবে এবং দেশে ও বিদেশে সকল দূতাবাসে তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ করা;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- ওয়ান স্টপ সেন্টার স্থাপন করতে হবে/'মাইগ্রেশন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বডি' প্রতিষ্ঠা করা;
- মানব পাচার রোধ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসন আইন ২০১৩ এবং প্রস্তাবিত বিধি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

মানবাধিকার ও বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গত ১৫ মে ২০১৬ তারিখ হোটেল লা মেরিডিয়ানে মানবাধিকার ও বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল: উদ্বোধনী সেশন, দুটি কর্ম-অধিবেশন এবং সমাপনী পর্ব। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান সেশনগুলো পরিচালনা করেন।

সম্মেলনে নেপাল থেকে আগত অধ্যাপক যুবরাজ সাংগ্রুলা পুলিশ ও আইনজীবীদের মধ্যে সহযোগিতার ওপর জোর দেন। তিনি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন, শাস্তির মাত্রা এবং নেপালে যে সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তাও তুলে ধরেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার আনার জন্য যৌথ উদ্যোগের ওপর জোর দেন।

ভারত থেকে আগত অধ্যাপক এন.আর মাধব মেনন দক্ষিণ এশিয়ার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অনুসন্ধান ও যুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা এ দু'নীতির সমন্বয়ের সুপারিশ করেন। তিনি এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন যার কেন্দ্রে থাকবে ভিকটিম। তিনি উন্নত ফৌজদারি ব্যবস্থার জন্য পুলিশের গ্রেফতারি ক্ষমতা সীমিত করার পক্ষে মত দেন। সভা থেকে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে সুপারিশসমূহ ওঠে আসে সেগুলো হলো:

- আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ও অনুসন্ধানের কাজ স্বতন্ত্র পুলিশ সদস্য বা সংস্থা দিয়ে করানো;
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বন্দী অবস্থায় ছয় ঘণ্টা পরপর রিভিউ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা করতে হবে আরও বেশি ডিটেনসন প্রয়োজন কী না তা নিশ্চিত করার জন্য;
- পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের তথ্য উপাত্তের গুরুত্ব, তা গ্রহণের মাধ্যম বিশ্লেষণ এবং তথ্য বিন্যস্তকরণের ওপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- রিমান্ড মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ কর্তৃক এ ক্ষমতা চর্চার বিষয়ে আরও সর্তক হতে হবে;
- ফরেনসিক মামলার ক্ষেত্রে আইনের বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে;

সমাপনী সেশনে মানবাধিকার কমপ্লাইয়েন্স ইন ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারির ওপর ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়।

জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ

১০০% জন্ম নিবন্ধন সফল করার জন্য সরকারের বহুমুখী কার্যক্রম সত্ত্বেও এখনো জনগণের একটি বড় অংশ জন্ম নিবন্ধন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কেন এটা? এর কারণ খুঁজতে ঘাসফুল শিশু ফোরামের সদস্যরা একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ২০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ প্রকাশ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক তাঁর বক্তৃতায় ঘাসফুল শিশু ফোরামের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি আশা করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে পদক্ষেপ নেবেন। তিনি ঘাসফুল শিশু ফোরামের সদস্যদের অভিনন্দন জানান যেখানে ৫০০০ সদস্য দেশব্যাপী জেন্ডার ধারণা উন্নয়নে কাজ করছে।

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ১৫ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় দিবসের আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয় এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। খ্যাতিমান অধ্যাপকবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন।

সেন্টার ফর ডিজাবেলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সেন্টার ফর ডিজাবেলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট এর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে অংশ নেন। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের উদ্বোধনীপর্বে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত নারী প্রতিবন্ধীরা কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হন। প্রতিবন্ধীবান্ধব কয়েকটি আইন প্রণীত হওয়ায় তিনি সরকারকে সাধুবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, কেবল আইন বা নীতি প্রণয়নই প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করবে না বা স্বাবলম্বী হতে সহায়ক হবে না। কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতার উর্দ্ধে উঠতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্তৃপক্ষ তাকে কর্ম সম্পাদনের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবন্ধীদের মেধার স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা সরকারের দায়িত্ব।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম: একটি আইনি বিশ্লেষণ বিষয়ক পরামর্শসভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইএলও এর মধ্যে সম্পাদিত কান্ট্রি লেভেল এনগেইজমেন্ট এন্ড অ্যাসিসটেন্স টু রিডিউস চাইল্ড লেবার (ক্লিয়ার) এর আওতায় গত ১৩ জুন ২০১৬- তে বাংলাদেশের শিশুশ্রম: একটি আইনি বিশ্লেষণ শীর্ষক পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে শিশুশ্রম: একটি আইনি বশ্লেষণ শীর্ষক গবেষণাটি আইএলও-এর সহায়তায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাস্তবায়ন করে। এ পরামর্শসভা আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল, গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার বিশেষত সরকার, নিয়োগদাতা ও কর্মী, নাগরিক সমাজ এবং এনজিওদের সঙ্গে শেয়ার করা এবং তাদের মতমত গ্রহণ করা।

মানবাধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় ২০১৬ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন করে। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা স্মরণে প্রতি বছর এ দিনে মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। ১৯৫০ সালে অ্যাসেম্বলীর ৪২৩ (ভি) রেজুলেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও আগ্রহী সংস্থাকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "এসো সবাই ঐক্য গড়ি, সবার অধিকার রক্ষা করি"। এ দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সম্মানিত প্যানেল আলোচক ও অতিথিগণ অংশ নেন।

মানবাধিকার দিবস ২০১৬ র‍্যালি

র‍্যালিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র হয়ে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। এ দিবসের প্রতিপাদ্য ' স্ট্যান্ডআপ ফর সামওয়ানস রাইটস' এর ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

সুপ্রিমকোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার এম. আমির-উল ইসলাম। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপি ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বোরেসফোর্ড।

কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, বর্তমান সরকার মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিন্তু তারপরও অনেক চ্যালেঞ্জ থেকে গেছে যেগুলোর সমাধান জরুরি। তিনি আরও বলেন, আজও মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি যতদ্রুত সম্ভব বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

মানবাধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিশনের সদস্য বাঞ্ছিতা চাকমা

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

নিক বোরেসফোর্ড বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, তাদের জীবনের শুরুতেই মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করা জরুরি। সেমিনারে বেগম নুরুন নাহার ওসমানী ও এনামুল হক চৌধুরীসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সচিব হিরণ্ময় বাড়ৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মানবাধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে খুলনায় অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিশনের সদস্য মেঘনা গুহঠাকুরতা

সেমিনারে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সরকারি সংস্থা, এনজিও, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খুলনায় এবং রাঙ্গামাটিতে ও মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

৩.১.৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিদেশে প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনার এক প্রতিনিধি দল ভারতীয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কমিশনের কার্যক্রম এবং প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে গত ২০-২৪ নভেম্বর ২০১৬ ভারত সফর করেন। ভারতীয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কিভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করছে এবং এসব অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনাগুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা জানতে এ সফরের আয়োজন করা হয়। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী, এনামুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক আখতার হোসেন এবং কমিশনের সচিব হরিণ্ময় বাড়ৈ।

আইসিসি ২৯তম বার্ষিক সভায় এনএইচআরসি প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিনিধি দল ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (আইসিসি), এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম (এপিএফ), রিজিওনাল এন্ড কমনওয়েলথ ফোরাম অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউট, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড কর্তৃক আয়োজিত গত ২১-২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় অংশ নেন। সভায় আইসিসি ব্যুরো মিটিং-এ যেসব বিষয় উত্থাপিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয়, এপিএফ আইসিসির স্ট্যাটাস পরিবর্তন সম্পর্কিত সংশোধনী নিয়েও আলোচনা হয়।

সভার দ্বিতীয় দিনে আইসিসির যোগাযোগ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, ২০১৫ সালে এনএইচআরআই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ১২ তম মেরিডা ঘোষণার ফলোআপ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মার্চ সভায় মানবাধিকার রক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ, যুদ্ধোত্তর বা সংঘাত পরবর্তী এনএইচআরআই এর ভূমিকা, শরনার্থী, আশ্রয়লাভ, অভিবাসন, উচ্ছেদ এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এনএইচআরআই-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।

এ সভায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে কর্মরত ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন নাম পরিবর্তন করে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশন (জিএএনএইচআরআই) রাখা হয়।

এপিএফ-এর ২১ তম সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬-২৭ অক্টোবর থাইল্যান্ডে এপিএফ এর ২১তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এ সভায় অংশ নেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য বাঞ্ছিতা চাকমা

এবং কমিশনের পরিচালক মোঃ শরীফ উদ্দীন। এপিএফ-এর ২২টি সদস্য দেশের সমন্বয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাহরাইন, ফিজি, ইরাক ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল অংশ নেন।

সভায় বাংলাদেশসহ এপিএফ সদস্যরা তাদের মানবাধিকার সুরক্ষায় চলমান কার্যক্রম এবং অগ্রাধিকারসমূহের ওপর বিস্তারিত তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন। এ উপস্থাপনার পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এনজিও প্রতিনিধিরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন এবং উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

সিডোর ৬৫তম সভায় অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কশিনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গত ৬-৯ নভেম্বর ২০১৬ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত সিডো কমিটির ৬৫তম সভায় অংশ নেন। কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন। এ সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সিডোর ওপর একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।

এনএইচআরসির কর্মকতাদের এপিএফ কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তারা গত ২৬-২৮ এপ্রিল নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত এপিএফ কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের উপপরিচালক কাজী আরফান আশিক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ফারহানা সাঈদ এ কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনগুলোর মধ্যে উক্ত চর্চাগুলো বিনিময় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব চ্যালেঞ্জগুলো ওঠে আসছে সেগুলো মিডিয়া এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিভাবে অভিযোজিত করা হবে সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়।

যৌন অভিমূখীনতা, জেন্ডার পরিচয় এবং যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ (এসওজিআইএসসি) এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

যৌন অভিমূখীনতা, জেন্ডার পরিচয় এবং যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ (এসওজিআইএসসি) ও মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের ব্যাংকক রিজিওনাল হাব অক্টোবর মাসে শ্রীলংকার কলম্বোয় এক কর্মশালা আয়োজন করে। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সচুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স ব্যক্তিদের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা। চার সপ্তাহব্যাপী অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোঃ রবিউল ইসলাম এবং সহকারী পরিচালক আজহার হোসেন এ কর্মশালায় অংশ নেন। এ কোর্সটি অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক জীবনে উপস্থাপিত গল্প ও উদহারণগুলো কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৩.২ গবেষণা ও প্রকাশনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ ২০১৫ সালে বহুমাত্রিক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে। এর তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো। ৯টি বিষয়ের ওপর গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে যা ২০১৬ সালে ইয়ারবুক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাগুলো হলো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	গবেষণা শিরোনাম	গবেষকের নাম	প্রকাশনার সময়
১	বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের অধিকার পরিস্থিতি	গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল	জুন ২০১৬
২	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা: মানবাধিকার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ	ড. সাদেকা হালিম এবং ড. খায়রুল কবির চৌধুরী	জুন ২০১৬
৩.	জামাকনের পাঁচ বছর: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ	ড. রহমত উল্লাহ্ ও বায়েজীদ হোসেন	জুন, ২০১৬
৪.	খাদ্য অধিকার: দাতব্য থেকে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান	ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক	জুন, ২০১৬
৫.	স্বাস্থ্যের অধিকার: আদর্শস্থান থেকে বাস্তবতা	মুহাম্মদ রেজাউর রহমান ও জুবায়ের আহমেদ	জুন, ২০১৬
৬.	সিডো সনদের আলোকে দলিত নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাস্তবতা	জান্নাত-ই- ফৌরদৌস	**জুন, ২০১৬**
৭.	পাচার হওয়া নারীদের প্রত্যাবাসন: সমস্যা ও ঝুঁকিসমূহ	খন্দকার ফারজানা রহমান	জুন, ২০১৬
৮.	আরএমজি সেক্টর এবং জিএসপি সুবিধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	সৈয়দ রোবায়েত ফেরদৌস মোঃ আসাদুজ্জামান মোঃ আশরাফুল হক মোঃ ইমদাদুল হক সাদিয়া আফরোধ বিনতে সিরাজ	জুন, ২০১৬
৯	জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	মুহাম্মদ রহমান এবং মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ	জুন ২০১৬

এ সময়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি ব্রশিউর, ৩টি নিউজলেটার ও মানবাধিকার কী শিরোনামে একটি বুকলেট প্রকাশ করে।

৩.৩ এনএইচআরসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তথ্য জানানো নিশ্চিত করতে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার হিসেবে আইসিটি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। যেকোন ধরনের ডিজিটাল উদ্যোগের মেরুদন্ড হলো আইসিটি। আইসিটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং টেলিকমিউনিকেশনের বিস্তৃত কাজের অংশকে কাভার করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার সেবাসমূহ ডিজিটালাইজড করতে আইসিটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মনানীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীন পরিচালিত এটুআই কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত জাতীয় ওয়েবপোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওয়াবসাইট চালু করা হয়েছে। জাতীয় ওয়েবপোর্টালের আওতায় ২৫০০০ ওয়েবসাইট ও ৪২০০০ সরকারি অফিস জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে ৩০ কম্পিউটার ও ১০ প্রিন্টার একক নেটওয়ার্কের সঙ্গে উন্নত ব্যান্ডইউথ দ্বারা সংযুক্ত। অপটিক্যাল ফাইবার কেবল দিয়ে সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১০ এমবিপিএস সম্পন্ন ডুপলেক্স ব্যান্ডইউথ স্থাপন করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজস্ব সার্ভার পেতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করেছে যা বিসিসি স্থাপিত ওয়েবসার্ভার থেকে পরিচালিত হবে। জনগণ সহজেই দেশের যেকোনো জায়গা থেকে অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভিডিও কনফারেন্স স্থাপনের মত একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নিয়েছে যা চলমান। যেকোন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ফোনকল করার চাইতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযোগকারী যোগাযোগ করতে পারে। আশা করা হচ্ছে যে, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুর পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহজেই অভিযোগ শুনতে পারবে। এতে করে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে; উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে স্থাপিত সংযোগের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করা যাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনেকগুলো আইসিটিভিত্তিক কার্যক্রম পাইপ লাইনে আছে যেমন আইসিটিকে ব্যবহার করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা উন্নয়ন; অনলাইনভিত্তিক টেন্ডারিং এবং কমিশনের পরিচালনা ব্যবস্থা উন্নয়ন।

৩.৪ কমিশন সভা

৪১তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ আগস্ট ২০১৬ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের ৪১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, বেগম নুরুন নাহার ওসমানী, এনামুল হক চৌধুরী, আখতার হোসেন, মেঘনা গুহঠাকুরতা, বাঞ্ছিতা চাকমা এবং কমিশনের সচিব হিরণ্ময় বাড়ৈ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় কমিশনের বিষয়ভিত্তিক কমিটি পুনর্গঠিত করা হয় এবং দুটি জেলায় অঞ্চলিক অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিকন্তু, কমিশন সিদ্ধান নেয় যে, কমিশন মিডিয়া ও এনজিওর সঙ্গে মানবাধিকার সম্পর্কিত অগ্রাধিকার বিষয়গুলো স্থির করার জন্য পরামর্শ সভার আয়োজন করবে।

৪২তম কমিশন সভা

গত ২২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের ৪২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি ও খুলনা জেলায় দুটি অঞ্চলিক অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অধিকন্তু, সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এবং সাধারণ অভিযোগগুলো শুনানির জন্য কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যের সভাপতিত্বে আরও একটি বেঞ্চ গঠন করা হবে।

কমিশন বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয় যাতে অবশিষ্ট কার্যক্রমগুলো সুচারুভাবে সম্পাদন করা যায়। এছাড়া ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির জন্য বিশেষ ভাবে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হবে। কমিশন তার অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম আধুনিকায়ন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে কমিশনের সেবাসমূহকে আধুনিকায়ন করা হবে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলায় কমিশনকে দক্ষতা, দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে কার্য সম্পাদনে সমর্থ করবে।

৪৪তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে ৪৪তম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের চাকরি বিধি এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। নতুন কমিশনের কার্যক্রম শুরুর তারিখ ২ আগস্ট ২০১৬ থেকে ১০০ দিনের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সংঘটিত টাম্পাকো ফয়েল কারখানার দুর্ঘটনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় এবং এবিষয়ে তদন্তের জন্য কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

অধ্যায় : ৪

২০১৬ সালে অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা

৪.১ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা

ধরণ	নিষ্পত্তি	চলমান	মোট
অভিযোগ দায়ের	**১৮৬**	**৪৭৯**	**৬৬৫**
সুয়োমটো	০৩	২৪	২৭
বি:দ্র: পূর্বের কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং বর্তমান কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময় শূণ্যতা তৈরি হওয়ার কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা কিছুটা কম হয়েছে।			৬৯২

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ দায়েরকৃত অভিযোগের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান	মোট
০১	ধর্ষণ	২	৬	৮
০২	হত্যাকাণ্ড	৬	১৪	২০
০৩	নির্যাতন	২৬	৮২	১০৮
০৪	শিশু নির্যাতন	-	০২	০২
০৫	যৌন হয়রানি	০১	০৪	০৫
০৬	পারিবারিক সহিংসতা	০৫	১৭	২২
০৭	বাল্যবিবাহ	-	২	২
০৮	বিনাবিচারে আটক	১	৩	৪
০৯	নিখোঁজ	১	৫	৬
১০	বাড়ি থেকে নিখোঁজ	৩	২	৫
১১	বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	-	২	২
১২	কর্তব্য অবহেলা	১	৯	১০
১৩	শারীরিক শাস্তি		৯	৯
১৪	হেফাজতে নির্যাতন	২	৩	৫
১৫	হেফাজতে মৃত্যু	-	১	১
১৬	মানব পাচার	-	৭	৭
১৭	প্রবাসে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনা	-	৩	৩
১৮	চাকরি সংক্রান্ত	১৯	৩৭	৫৬
১৯	যৌতুক	৮	১৩	২১
২০	অপহরণ	৩	৭	১০
২১	অন্যান্য	১০৮	২৩৭	৩৪৫
মোট		১৮৬	৪৭৯	৬৬৫

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সুয়োমটো ক্ষমতা বলে গৃহীত অভিযোগসমূহ

ক্রমিক নং	অভিযোগের ধরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান	মোট
০১	বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড			
০২	হত্যাকান্ড		৫	৫
০৩	ধর্ষণ		২	২
০৪	নির্যাতন	৩	৯	১২
০৫	যৌন হয়রানি			
০৬	কর্তব্যে অবহেলা			
০৭	অন্যান্য		৮	৮
মোট		৩	২	২৭

৪.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কিছু সফল উদ্যোগ

অভিযোগ নম্বর ০৬/১৬

কমিশনের হস্তক্ষেপে ভিকটিম সুরক্ষা পেল

গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ দ্য ডেইলি স্টার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'তুচ্ছ ঘটনায় স্ত্রীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন'। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে মাগুরা সদর উপজেলার রতন কুমার শীলের স্ত্রী মালতি শীলের ছাগল প্রতিবেশির সবজি ক্ষেত নষ্ট করে ফেলে। এ ঘটনায় কিছু দুষ্কৃতিকারী মালতিকে ঘর থেকে বের করে এক কিলোমিটার দূরে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে।

কমিশন সুয়োমটো হিসেবে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং মাগুরা জেলার জেলা প্রশাসককে অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশ দেয়। মাগুরা থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ভিকটিম যাতে ন্যায়বিচার পায় তা নিশ্চিত করতে মাগুরার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযোগ নম্বর ০৮/১৬

অভিযোগকারীর প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে

জনাব ক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে যে জনাব খ রাউজান সাব- রেজিস্ট্রি অফিসে হেবাদলিল রেজিস্টার করে। এ চুক্তির একটি ফটোকপি সংগ্রহের জন্য আইনজীবীর মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করে। কিন্তু তিনি তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে যখন তিনি জেলা সাব- রেজিস্ট্রি অফিসে নকল কপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন অফিস এ কপি সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নকল কপি প্রদান করেনি।

এনএইচআরসি জেলা রেজিস্ট্রারকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে। এ আদেশের পর অফিস জনাব ক.-কে হেবা দলিলের এক কপি সরবরাহ করা হয়।

এনএইচআরসি জেলা রেজিস্ট্রারকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে। এ আদেশের পর অফিস জনাব ক.-কে হেবা দলিলের এক কপি সরবরাহ করা হয়।

অভিযোগ নম্বর ২৩৪/১৫

ভূমিহীন পরিবার খাস জমি পেল

জনাব ক সিলেট জেলার কালিনগর গ্রামের কিছু ভূমিহীন পরিবারকে ২০০৭ সালে চাইলেখা এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয় বলে কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয়। এ মানুষগুলো এ এলাকায় ২০ বছর ধরে বসবাস করে আসছিল। জেলা প্রশাসক অফিসে এবং মন্ত্রণালয়ে তারা স্থায়ীভাবে ভূমি বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করে ব্যর্থ হয়। এমন অভিযোগ ছিল যে উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে তারা হয়রানির শিকার হয়। এনএইচআরসি বিষয়টি সিলেটের জেলা প্রশাসকের নজরে আনে এবং অনুসন্ধান করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলে। জেলা প্রশাসক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ১২০০ পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ বনবিভাগের সুরক্ষিত এলাকায় বসবাস করে আসছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বন বিভাগের মামলা রয়েছে।

এ প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর অভিযোগকারীদের জেলা প্রশাসক বরাবর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ চেয়ে আবেদনের জন্য বলা হয় এবং সিলেটের জেলা প্রশাসক-কে অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযোগ নম্বর ৩৭৪/১৬

চা বাগানের শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিশ্চিত করল কমিশন

বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানের ২৪০০ শ্রমিক বেতন, রেশন এবং মেডিকেল সেবা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এটি হলো আধুনিক সময়ে দাস ব্যবস্থা বহাল থাকার একটি উদাহরণ। ১৬ সপ্তাহ ধরে ভাতের মাড়, গুড়া চা এবং মরিচ খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতে থাকে। চা বাগানে অবস্থিত একমাত্র হাসপাতালটি ছয় মাস যাবৎ বন্ধ ছিল। চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

এসব চা শ্রমিকেরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অভিযোগটি আমলে নেয়। কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম ও সদস্য নুরুন নাহার ওসমানীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল চা বাগানের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে সচক্ষে ঘটনা দেখে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করে তারা কমিশনকে জানান যে বৈকণ্ঠপুর চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এনইএইচআরসি এ সমস্যার সমাধানের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ-এ অভিযোগের শুনানি করে। বাগানের মালিক পক্ষ শুনানিতে অংশ নেন এবং দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য সম্মত হন। তারা লিখিতভাবে স্বাক্ষর করে অঙ্গীকার করেন যে তারা শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও রেশন পরিশোধ করবেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা দুসপ্তাহের বেতন পরিশোধ করেন এবং অক্টোবর ২০১৬ এর মধ্যে বাকি বকেয়া পরিশোধের জন্য অঙ্গীকার করেন।

এছাড়া, চা বাগানের রাস্তাগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বারবার কমিশনের নিকট যাতে অভিযোগ করতে না হয় সেবিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে শ্রম অফিসের যুগ্ম পরিচালককে বলা হয়েছে । কমিশনের এ আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

অভিযোগ নম্বর সুয়োমটো ২/১৬

এনএইচআরসি বৈষম্য রোধ করল

নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানতে পারে যে, দলিত সম্প্রদায়ের দুজন যুবক পুলিশের সিপাহী পদে চাকরির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। তারা উভয়েই মৌলভীবাজারের গাজীপুর চা বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু তাদের কোনো স্থাবর সম্পত্তি না থাকায় তাদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয় নি। কমিশন মনে করে এ ঘটনায় তাদের মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার লংঘিত হয়েছে । বাংলাদেশে কাউকে নাগরিক হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হতে হবে এমনটি বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু পুলিশ তদন্তে এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি। ফলে তারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হতে পারে নি। এনএইচআরসি বিষয়টি সুয়োমটো হিসেবে গ্রহণ করে মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, সিলেট; জ্যেষ্ঠ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে। এ চিঠির উত্তরে মৌলভীবাজার জেলার পুলিশ সুপার জানান যে, পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশক্রমে পুনরায় তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে এবং যুবক দু'জন চাকরির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে।

অভিযোগ নং ১৭১/১৬

এনএইচআরসির হস্তক্ষেপে ভূমিহীন ব্যক্তি তার জমি ফিরে পেল

জনাব ক জানান যে সরকারি বিধি মোতাবেক নড়াইল জেলা প্রশাসক অফিস থেকে তিনি ০১.১৪ এবং ০.১৩ একর খাসজমি বরাদ্দ পান। স্থানীয় প্রভাবশালী জনাব খ জোরপূর্বক তার এ জমিটি দখল করে নেন। জনাব ক. বারবার জমিটি উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের সহায়তা চেয়ে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশন অভিযোগটি আমলে নেয় এবং নড়াইলের উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে জরুরি ভিত্তিতে এ অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। ইউএনও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, এটি একটি খাসজমি যা রেজিস্ট্রি অফিস ৮ এর অধিভুক্ত। আবেদনকারী ভূমিহীন বিবেচনায় নড়াইল জেলা প্রশাসক তাকে এ ভূমিটি বরাদ্দ দিয়েছে। ১২/০৩/২০১৬ তারিখে সার্ভেয়ার এ জমির সীমানা রেখা নির্ধারণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার জমির দখল পান নি। কে বা কারা এ সীমানা প্রাচীর তুলে ফেলে। প্রতিপক্ষ মামলার এক টুকরো কাগজ ছাড়া এ সম্পত্তির ওপর জমির মালিকানা বিষয়ে আর কিছুই দেখাতে পারে নি।

প্রতিবেদন পরীক্ষা দেখা যায়, প্রতিপক্ষের মামলার এক টুকরো কাগজ ছাড়া এ সম্পত্তির ওপর জমির মালিকানা বিষয়ে তার বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। যখন কমিশন এ খাসজমির বরাদ্দটি জনাব 'ক' কে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কালিয়া উপজেলার ইউএনওকে নির্দেশ দিল তখন তিনি সহকারী ভূমি কমিশনার-কে ঘটনা তদন্ত করে ভূমিহীন যার নামে জমিটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সীমানা লাল রঙ দিয়ে চিহ্ন করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ভূমিহীন ব্যক্তি যার নামে এ খাসজমিটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তিনি জমিটি নিজের দখলে বুঝে পান।

অধ্যায়: ৫
প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়

পৃথিবীজুড়ে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। ২০০৯ সালের ৫৩নং আইন বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ আইনানুযায়ী কমিশন সুয়োমটো অভিযোগ গ্রহণ, কারাগার ও সংশোধন কেন্দ্র পরিদর্শন, সরকারের নীতি ও আইন পর্যালোচনা, মানবাধিকার সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি, গবেষণা, এবং মানবাধিকার বিধিবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত সনদ এবং মানবাধিকার শিক্ষা বিস্তার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে যে বিস্তৃত ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছে তা সফলভাবে প্রতিপালন করতে হলে কমিশনের সক্ষমতা উন্নয়ন জরুরি। কারণ একে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হয়। সর্বোপরি, মানবাধিকার কেন্দ্রিক এ্যাপ্রোচ ও কৌশল অনুসরণ করেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়।

১.জনবল

বর্তমানে কমিশনে একজন চেয়ারম্যান, ছয়জন সদস্যসহ ৪৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একজন সচিব ও দু'জন পরিচালকে প্রেষণে কমিশনে নিয়োগ দিয়েছেন। কমিশনের প্রস্তাবিত অরগানোগ্রামে ১৪১ টি পদ রয়েছে; এর মধ্যে ৯৩ টি নতুন পদে লোকবল নিয়োগ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এনএইচআরসি এ পদসমূহ পূরণে সরকারের সঙ্গে কাজ করছে।

কমিশন এমন এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যারা কমিশনে নতুনভাবে যোগদান করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন যা কমিশনের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। কমিশন কর্মকর্তা কর্মচারীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ধরে রাখতে চায়। একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন অনুভব করে যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা যেমন অবসরভাতা এবং সরকারি বিধি মোতাবেক অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধার উল্লেখ আছে সেগুলো কমিশনের চাকরি বিধিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

জনবলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কমিশন উদ্ভাবনী কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে কার্যকর উপায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নতুন প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে কমিশন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে সহজেই ঢাকা থেকে আঞ্চলিক অফিস ও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সরাসরি শুনতে পান। তদন্ত ও সাক্ষাৎকার গ্রহনে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা গৃহীত হবে। এ মাধ্যমটি জনগণের জন্য তথ্য বিস্তরণের একটি উপায় হিসেবেও ব্যবহার করা হবে যেভাবে ওয়েবসাইট ও এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে কমিশন দুটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করেছে । আশা করা যাচ্ছে জুন ২০১৮ এর মধ্যে কমিশন দেশের ৮টি বিভাগে অফিস স্থাপন করতে পারবে।

জনবলের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে কমিশন দক্ষ কর্মী নিয়োগ, তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা এবং ধরে রাখার উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে। একইসঙ্গে, দেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে পার্টনারশীপ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কমিশন বিশ্বাস করে এ উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষিত তরুণরা কমিশনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার মূল্যবোধ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

২.সিভিল সোসাইটি অরগানাইজেশন, মানবাধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয়

'পারফরম্যান্স এন্ড ইস্টাবলিস্টমেন্ট অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশন ইন এশিয়া' শীর্ষক অ্যানি প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, মানবাধিকার কর্মসূচি মূলধারায় আনতে হলে সিএসও এবং মানবাধিকার কর্মীদের কাজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই, এ প্রতিবেদনে এনএইচআরআই দের প্রতি আহবান জানানো হয় যে সিএসও এবং মানবাধিকার কর্মীদের বেশি বেশি সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রসারিত করতে হবে যাতে করে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মূল চ্যালেঞ্জটা হলো এ সম্পর্কটা গঠনমূলক ও ফলপ্রসু করে তোলা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নয়টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি এ ইস্যুটি চিহ্নিত করে সমাধান বের করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি মানবাধিকারের সুনির্দিষ্ট একটি এলাকা নিয়ে কাজ করছে ; কমিটিগুলো কমিশনের সদস্য, সরকারি প্রতিনিধি, সিএসও, সিবিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং ইউএন এজেন্সি ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে গঠিত। এসব কমিটি নিয়মিত সভা করে এবং নিজেদের মধ্যে কাজের সমন্বয় করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। কমিটিগুলো বার্ষিক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে। কমিটিগুলো যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচি আয়োজন করে, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পরিচালনা করে এবং গবেষণা সম্পাদন করে থাকে।

ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ-এর গৃহীত সুপারিশ ও ট্রিটিবডির সুপারিশের আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ সেক্টরের সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর বিবেচনায় কমিশন স্টেকহোল্ডারদের বাছাই করে ও সম্পৃক্ততার ধরন চিহ্নিত করে।

মানবাধিকার বিষয়ে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় সাংবাদিক ও সম্পাদকেরা মানবাধিকার ইস্যুতে যথাযথ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে; পটভূমি বিশ্লেষণ করতে পারে, যেকোনো ধরনের পক্ষপাত এড়াতে পারে এবং ভিকটিমের পরিচয় গোপন করে সুরক্ষা করতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবাধিকার নীতিমালা এবং মানবাধিকার ইস্যুতে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির জন্য মিডিয়াকে সহায়তা করে আসছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। কমিশন মিডিয়ার সহায়তায় বেশ দক্ষতার সঙ্গে মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ বিস্তরণ করতে পারছে যা মানবাধিকার সচেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এমন কি মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে মানবাধিকার ইস্যুতে অনেক সময় প্রাণবন্ত বির্তক জমে উঠছে।

৩. আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে প্রতিবেদন তৈরি ও জমাদান

বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত ৯টি সনদের মধ্যে ৮টির অংশীদার। এ জন্য প্রয়োজন নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, এবং এর অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সূচক, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পরামর্শসভার আয়োজন। অনেক সময় সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারণে ট্রিটিবডির কাছে যথাযথভাবে প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্যারিস নীতিমালায় পরিস্কার বলা হয়েছে যে এনএইচআরআই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিছু কিছু দায়দায়িত্ব যেমন আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার আলোকে আইন পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১২ অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়েছে।

গত পাঁচবছরে কমিশন ট্রিটিবডি এবং ইউনির্ভাসাল পিরিয়ডিক রিভিউ সাইকেলে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে যে মাল্টিস্টেকহোল্ডাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এ জন্য কমপক্ষে বছরে দু'বার বার্ষিক পরামর্শ সভা করা প্রয়োজন যাতে ট্রিটিবডি ও ইউপিআর প্রক্রিয়ায় যেসব সুপারিশ আসে সেসব বিষয়ে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। আদর্শিক অর্থে সরকার, সিভিল সোসাইটি অরগানাইজেশন, ইউএন এজেন্সি মানবাধিকার কর্মী এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্য থেকে নির্ধারিত হিউম্যান রাইটস ফোকাল পয়েন্টগণ এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এ রিপোর্টিং সিস্টেমটি এমন ভাবে তৈরি করা উচিত যাতে ট্রিটিবডির অধীন জাতীয় পর্যায় থেকে জাতীয় প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্যগুলো সুবিন্যস্তভাবে সংগ্রহ করা যায়। কমিশন তার বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলোকে ট্রিটিবডি রিপোর্টিং-এর জন্য সমন্বয় ফোরাম হিসেবে কাজে লাগাতে চায়।

৪.কমিশনের তদন্তের ক্ষমতা জনগণের আস্থা বাড়াবে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তখনই জনগণের আস্থা অর্জন করে যখন তারা কার্যকরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার পর কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবে। কমিশন আইনের ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কমিশন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সরকারের কাছে প্রতিবেদন চাইতে পারে; যদি কমিশন মনে করে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করতে পারে এবং ছয় মাসের সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে। কমিশন মনে করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত যেকোন অপরাধে সরাসরি তদন্ত করার এখতিয়ার কমিশনের থাকা উচিত।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাঁওতালদের বসতভিটায় আগুন দেওয়ার ঘটনা সুয়োমটো অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করেছে; যা বেশ সফলভাবেই পরিচালিত হয়েছে। এ তদন্ত সাঁওতালদের মধ্যে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা জাগিয়ে তোলে। তদন্তটি ঘটনাটি জনগণের সামনে তুলে ধরতে বিশেষভাবে কাজে লেগেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন কাকে বলে তা জনগণকে বুঝতে সহায়তা করেছে । এমনকি জনগণ জানতে পেরেছে কারও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কীভাবে তার প্রতিকার পাওয়া যায়।

৫. এনএইচআরসির 'বি' স্ট্যাটাস থেকে 'এ' তে উন্নীত হওয়া

জাতিসংঘের প্যারিস নীতিমালা (যেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দায়দায়িত্ব, মর্যাদা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বলা আছে) এবং GANHRI Statute এর আলোকে গঠিত সাব কমিটি অন অ্যাক্রিডিটেশন (SCA) তাদের ২০১৫ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত প্রতিবেদনে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশকে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা (A Status) প্রদান না করে পূর্বের প্রদত্ত (B Status) বহাল রাখে। SCA প্রদত্ত পাঁচটি শর্তের মধ্যে দুটি ইতোমধ্যে পূরণ করা হয়েছে। এগুলো হল কমিশন কার্যালয় সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। SCA প্রদত্ত আরো তিনটি পর্যবেক্ষণ হল-

ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট আরও বিস্তৃত হতে হবে অর্থাৎ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করার ক্ষমতা থাকতে হবে এমনকি সে মানবাধিকার লঙ্ঘন যদি সামরিক বাহিনী, পুলিশ বা কোনো নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে ঘটে থাকে;

খ) আইসিসি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তা মূলত সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য নির্ভর। প্রতিবেদনে পরিস্কার, স্বচ্ছ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা স্বাধীন, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য দক্ষ কমিশন গঠনে সহায়তা করবে। প্রতিবেদনটি কমিশনের ধারা ৬(১) সংশোধনের প্রস্তাব করেছে এবং কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেছে। এখানে থাকবেন আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি এবং সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য যা উপাচার্য প্যানেল থেকে মনোনীত হতে পারে। প্রতিবেদনে কমিশন আইনের ৭(৩) ধারা সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তারা সুপারিশ করে যে, কমিশনের সদস্যগণ নির্বাচনের জন্য কোরাম সংখ্যা ৪ থেকে ৬ করা উচিত। আমন্ত্রণের ভিত্তিতে কমিশনের সম্মানিত সদস্য কমিশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ফলে কমিশন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ দক্ষতাকে কাজে লাগানো যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশে সকল সদস্য নিয়মিত পূর্ণকালীন।

গ) প্রতিবেদনে কমিশনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রেষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। কমিশনে বর্তমানে ৪৮ জন কর্মকর্তা রয়েছে যার মধ্যে শুধুমাত্র তিন জন সরকার থেকে প্রেষণে আছেন। এসব পদগুলোতে যতদ্রুত সম্ভব স্থায়ী লোকবল নিয়োগ করা দরকার যারা এ পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

ইতোমধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সংযুক্তি

০১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আর্থিক বিবরণী

২০০৮-২০১৪ পর্যন্ত সম্পাদিত অডিটের সারসংক্ষেপ

মোট অডিট আপত্তি (টাকায়) ২০০৮-২০১৪	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি (টাকায়)	অডিট আপত্তি যা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে
১	২	৩
১৩ মোট = ৬৪,৬৩,৫৭৪	১১ মোট = ৬৩,৮৩,৬৩১	২ মোট = ৭৯,৯৪৩

অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট

অফিসের নাম: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নিরীক্ষা বৎসর: ২০০৮ - ২০০৯ থেকে ২০১৩ - ২০১৪

অডিট ফাইন্ডিংস

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	সরকারের পুনঃ নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত টাকায় হায়েস মাইক্রোবাস ক্রয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,৫০,০০০.০০ /-
২	গাড়ী ক্রয়ে সরবরাহকারীর বিল হতে মূসক উৎসে কর্তন/আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫০,০০০.০০ /-
৩	অনিয়মিতভাবে আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ সরকারের ব্যয়/পরিশোধ।	৯,৪৮,৭৮৭.০০ /-
৪	গাড়ী সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন/আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৭,২৮০. ০০ /-
৫	বোর্ড সভায় যোগদানকারীগণের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন/ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯০,০০০.০০ /-
৬	নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪৪,৭২৬.০০ /-
৭	আসবাবপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করে সরকারি বাজেট হতে ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩৫,২১৭ .০০/-
৮	গাড়ী মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করে সরকারি বাজেট হতে ভ্যাট বাবদ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১২,৩০৩.০০/-
৯	অনুমোদিত চাহিদাপত্র ছাড়া এবং ক্রয়কৃত বিভিন্ন আনুষাংগিক/ষ্টেশনারী মালামালের মজুত রেজিষ্টার সঠিকভাবে পূরণ ও রেজিষ্টারে উত্তোলন করা হয়নি।	১২,৫৯,৫৯৫.০০/-
১০	ক্রয়কৃত বিভিন্ন আসবাবপত্র, টিভি ও টেলিফোন সেট কমিশনের সম্পদ সম্পর্কিত রেজিষ্টারে উত্তোলন করা হয়নি।	১৭,৬৭,৯৫৮.০০/-
১১	বাড়ি ভাড়া হতে কর্তনকৃত মূসক জমার সমর্থনে চালান নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।	৮,১৫,৯৬০.০০/-
১২	সরকারি যানবাহন মটরযান পরিদর্শকের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে গাড়ী মেরামত বাবত ব্যয়।	৫,৮৮,৭৪৮.০০/-
১৩	বাড়ি ভাড়া গ্রহণের বিপরীতে ভাড়া মূল্যের উপর মূসক কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব বাবত ক্ষতি।	২,৭৩,০০.০০ /-
মোট		**৬৪,৬৩,৫৭৪.০০ /-**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (টাকার অংকে হিসাব)
অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬ (টাকা)

কোড নম্বর- হিসাব বিবরণী	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
৪৫০১- কর্মকর্তাদের বেতন	৭৩,৬০,০০০	৫৭,৭২,৪৫৫	১৫,৮৭,৫৪৫
৪৬০১- কর্মচারীদের বেতন	১৪,২৩,০০০	৯,৫২,৩০৪	৪,৭০,৬৯৬
৪৭০১- মহার্ঘ্য ভাতা	৭০,০০০০	২,৯৬,৮০৬	৪,০৩,১৯৪
৪৭০৫- বাড়ি ভাড়া ভাতা	২২,০০,০০০	২০,২৫,২৯০	১,৭৪,৭১০
৪৭০৯- আপ্যায়ন ভাতা	২,০০,০০০	০	২,০০,০০০
৪৭১৩- উৎসব ভাতা	১৬,২২,০০০	১১,৬৪,৬৭৫	৪,৫৭,৩২৫
৪৭১৪-বাংলা নববর্ষের ভাতা	১,৭৯,০০০	১,২৩,০৩৬	৫৫,৯৬৪
৪৭১৭- চিকিৎসা ভাতা	২,০০,০০০	১,৬১,৫৮৫	৩৮,৪১৫
৪৭৩৩- উৎসাহ ভাতা/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ভাতা	১,৫০,০০০	১,০৬,২০০	৪৩,৮০০
৪৭৫৫-টিফিন ভাতা	৪০,০০০	১৩,৬৫০	২৬,৩৫০
৪৭৬৫-পরিবহন ভাতা	৪০,০০০	১৩,৬৫০	২৬,৩৫০
৪৭৭৩-শিক্ষা ভাতা	২০,০০০	৭,০০০	১৩,০০০
৪৭৯৪- মোবাইল/ ফোন ভাতা	২০,০০০	১৩,৮০০	৬,২০০
৪৭৯৫-অন্যান্য ভাতা	১০,০০,০০০	৮,৭৩,২১৫	১,২৬,৭৮৫
৪৮০১- ভ্রমন ভাতা	১৫,০০,০০০	১৩,২৭,০৬৪	১,৭২,৯৩৬
৪৮০২- বদলি ব্যয়	৫০,০০০	৪০,২০৪	৯,৭৯৬
৪৮০৫-ওভারটাইম	৫০,০০০	০	৫০,০০০
৪৮০৬-অফিস ভাড়া	৫০,৬১,০০০	৫০,০৬,২৭০	৫৪,৭৩০
৪৮০৮- উপকরণ ভাড়া	৫০,০০০	১৬,৪৫৭	৩৩,৫৪৩
৪৮১৫-ডাক	২,০০,০০০	১,০৫,৩১৫	৯৪,৬৮৫
৪৮১৬- টেলিফোন/ টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	৪,০০,০০০	২,৮৯,০২৬	১,১০,৯৭৪
৪৮১৭- টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	২,০০,০০০	৯৮,৫৪৯	১,০১,৪৫১
৪৮১৯-পানি	১,৫০,০০০	১,১১,২৩৫	৩৮,৭৬৫
৪৮২১-বিদ্যুৎ	৬,০০,০০০	৩,৮৮,৫৭৫	২,১১,৪২৫
৪৮২২-গ্যাস ও জ্বালানি	৬,০০০	০	৬,০০০
৪৮২৩- পেট্রোল তেল ও লুব্রিকেন্ট	১০,০০,০০০	৯,৮৮,৬৭৫	১১,৩২৫
৪৮২৪-ইন্সুরেন্স /ব্যাংক চার্জ	২,০০,০০০	০	২,০০,০০০
৪৮২৭-মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫,০০,০০০	৪,৯৯,৯৩২	৬৮
৪৮২৮- স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	৫,০০,০০০	৪,২৬,১৮০	৭৩,৮২০
৪৮২৯- গবেষণা ব্যয়	১৪,০০,০০০	১৪,০০,০০০	০
৪৮৩১-বই ও সাময়িকী	৪,০০,০০০	২,২৮,৫৪৮	১,৭১,৪৫২
৪৮৩৩-প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন	১০,০০,০০০	৬,৩৩,৭৭৭	৩,৬৬,২২৩
৪৮৪০-প্রশিক্ষণ ব্যয়	৭,০০,০০০	৪,১২,৬২০	২,৮৭,৩৮০
৪৮৪২- সেমিনার ও কনফারেন্স	৪,০০,০০০	২,২৮,৫৪৮	১,৭১,৪৫২
৪৮৪৫- ফেলিসেটেশন ভাতা	১০,০০,০০০	৬,৩৩,৭৭৭	৩,৬৬,২২৩
৪৮৪৬-পরিবহন খরচ	৭,০০,০০০	৪,১২,৬২০	২,৮৭,৩৮০

৪৮৫১-শ্রমিকের মজুরি	৪,০০,০০০	২,২৮,৫৪৮	১,৭১,৪৫২
৪৮৬৯-চিকিৎসা ভাতা	১০,০০,০০০	৬,৩৩,৭৭৭	৩,৬৬,২২৩
৪৮৭৭-সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	৭,০০,০০০	৪,১২,৬২০	২,৮৭,৩৮০
৪৮৮৩-সম্মানী/ফি/ বেতন/পারিশ্রমিক	৪,০০,০০০	২,২৮,৫৪৮	১,৭১,৪৫২
৪৮৮৮- কম্পিউটার উপকরণ	১০,০০,০০০	৬,৩৩,৭৭৭	৩,৬৬,২২৩
৪৮৯৮- বিশেষ ব্যয়	৭,০০,০০০	৪,১২,৬২০	২,৮৭,৩৮০
৪৮৯৯-অন্যান্য	৩২,০০,০০০	৩১,৯৯,৮৫২	১৪৮
৪৯০১-মটর যান	১২,০০,০০০	১১,৯৭,১৪৬	২,৮৫৪
৪৯০৬-ফার্নিচার মেরামত	৫০,০০০	০	৫০,০০০
৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস উপকরণ ক্রয়	৩,৫০,০০০	৩,৪৫,১৫৭	৪,৮৪৩
৬৮১৩- যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ	৬,০০,০০০	৫,৬৫,৪০০	৩৪,৬০০
৬৮১৫-কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণ	৩,২৫,০০০	০	৩,২৫,০০০
৬৮২১-ফার্নিচার ক্রয়	২,০০,০০০	২,০০,০০০	০
৬৮৫৩-অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র	১,০০,০০০	০	১,০০,০০০
মোট	**৪,৩০,৯৬,০০০**	**৩,৪৬,৭৭,৭২২**	**৮৪,১৮,২৭৮**

০২: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

নাম	পদবি	ছবি
কাজী রিয়াজুল হক	চেয়ারম্যান	
মো. নজরুল ইসলাম	সার্বক্ষণিক সদস্য	
নুরুন নাহার ওসমানী	সদস্য	
এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য	
অধ্যাপক আখতার হোসেন	সদস্য	
বাঞ্ছিতা চাকমা	সদস্য	
অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা	সদস্য	

০৩: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নাম	পদবি	ই-মেইল
হিরণ্ময় বাড়ৈ	সচিব	hiranmayabarai7@gmail.com secretary@nhrc.org.bd
মোঃ ইসরাত হোসেন খান	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	israt_hossainkhan@yahoo.com director.admin@nhrc.org.bd
মোঃ শরীফ উদ্দীন	পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	shorifzipu@gmail.com director.complaint@nhrc.org.bd
কাজী আরফান আশিক	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	ashik.nhrc@gmail.com dd.admin@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন	উপ- পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (চলতি দায়িত্ব)	gaji_salauddin@yahoo.com gaji.complaint@nhrc.org.bd
এম. রবিউল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	robinnhrc@gmail.com rabiul.complaint@nhrc.org.bd
সুস্মিতা পাইক	সহকারী পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)	paiksusmita@gmail.com susmita.complaint@nhrc.org.bd
ফারজানা নাজনীন তুলতুল	সহকারী পরিচালক (সমাজসেবা ও কাউন্সিলিং)	farjanatultul.nhrcb@gmail.com ad.counseling@nhrc.org.bd
মোঃ জামাল উদ্দীন	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	mjamal.nhrc@yahoo.com ad.finance@nhrc.org.bd
ফারহানা সাঈদ	জনসংযোগ কর্মকর্তা	farhana.syead@gmail.com pro@nhrc.org.bd
মোঃ আজহার হোসেন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	azr_dhaka@yahoo.com ad.training@nhrc.org.bd
মোহাম্মদ তৌহিদ খান	সহকারী পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি)	nhrc-it@outlook.com ad.it@nhrc.org.bd
নাইমা প্রধান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	nayeema.admn.bnhri@gmail.com ad.admin@nhrc.org.bd
মোঃ জুম্মান হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট (একাউন্ট)	jumman13@gmail.com superintendent@nhrc.org.bd

তথ্যসূত্রঃ

১. The Daily Star, 02 July 2016. Available at- http://www.thedailystar.net/frontpage/dhaka-attack/blood-shock-horror-1249471
২. The Daily Star, 07 July 2016. Available at- http://www.thedailystar.net/country/cop-killed-blasts-during-sholakia-eid-prayers-1250827
৩. The Daily Star, 08 November 2016. Available at- http://www.thedailystar.net/backpage/santal-land-dispute-arrest-fear-drives-men-out-home-1311229
৪. The Daily Star, 31 October 2016. Available at- http://www.thedailystar.net/frontpage/mayhem-bbaria-1306942
৫. 19 January 2016, http://www.thedailystar.net/frontpage/bsf-tortures-bangladeshi-death-204019
৬. 24 January 2016, http://www.thedailystar.net/backpage/bsf-kills-1-naogaon-border-206473
৭. 16 May 2016, https://bdnews24.com/bangladesh/2016/05/16/cid-say-tonu-was-raped-before-murder
৮. http://www.aljazeera.com/news/2016/04/bangladesh-activist-nazimuddin-samad-hacked-death- 160407060514126.html
৯. Dhaka tribune, Published in 08/11/2017. Available at: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2016/11/08/24-went-40-jail-without-trial/
১০. The Daily Observer, 05 December 2016, Available at: http://www.observerbd.com/details.php?id=46904
১১. http://www.thedailystar.net/frontpage/prisoners-under-trial-462-languishing-jail-5-years-and-more-1328818
১২. Bdnews24.com, published in 24/052017, Available at: https://bdnews24.com/bangladesh/2016/05/24/supreme-court-rejects-states-appeal-on-crpc-sections-54-167
১৩. The Independent, 09 August 2016, http://www.theindependentbd.com/post/54977
১৪. Kaler Kantha, 17 January 2016, http://www.kalerkantho.com/home/printnews/314428
১৫. 01 October, 2016, http://www.banglatribune.com/national/news/144783/
১৬. 30 October, 2016, http://www.kalerkantho.com/online/national/2016/10/30/422888
17. Kaler Kantha, 22 January 2016, http://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2016/01/22/316147